প্রথম আলো

তারিখ 28 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

প্রাথমিক শিক্ষকদের মর্যাদা ও বেতন বৃদ্ধি চূড়ান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের পদমর্যাদা এক ধাপ বৃদ্ধি করে দ্বিতীয় শ্রেণী এবং সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল এক ধাপ উন্নীত করার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে। প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় অনুমোদন পাওয়ার পর এখন কেবল আনুষ্ঠানিকতা বাকি।

জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষাসচিব কাজী আখতার হোসেন গতকাল সোমবার *প্রথম আলোকে* বলেন, বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে। এখন যেকোনো সময় পরিপত্র জারি করা হবে, সেভাবেই কাজ চলছে।

নতুন এ সিদ্ধান্তের ফলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের মূল বেতন স্কেল হবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ছয় হাজার ৪০০ টাকা এবং প্রশিক্ষণবিহীনদের পাঁচ হাজার ৫০০ টাকা। এখন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মূল বেতন স্কেল পাঁচ হাজার ৫০০ টাকা ও প্রশিক্ষণবিহীনরা পাচ্ছেন পাঁচ হাজার ২০০ টাকা।

অন্যদিকে সহকারী শিক্ষকদের মূল বেতন স্কেল প্রশিক্ষণবিহীনদের ক্ষেত্রে চার হাজার ৭০০ টাকা থেকে বেড়ে চার হাজার ৯০০ টাকা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে চার হাজার ৯০০ টাকা থেকে বেড়ে পাঁচ হাজার ২০০ টাকা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সরকারের এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রায় ৬০ হাজার প্রধান শিক্ষক মর্যাদাসহ আর্থিক সুবিধা ও সাড়ে তিন লাখ সহকারী শিক্ষকের আর্থিক সুবিধা বাড়বে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, আগের ৩৭ হাজার ৬৭২টি সরকারি বিদ্যালয়ের পাশাপাশি রেজিস্টার্ড থেকে সদ্য সরকারি হওয়া প্রায় ২৩ হাজার বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও এ সুবিধা পাবেন।

পদমর্যাদা ও বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছিলেন। গত নির্বাচনের আগমুহূর্তে এ আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পায়। তখন সরকার এ বিষয়ে কাজ শুরু করে। কিন্তু নির্বাচনী ডামাডোলে বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। নির্বাচনের পর এ বিষয়ে তৎপরতা শুরু হয়। সর্বশেষ ১৫ জানুয়ারি প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় বিষয়টি অনুমোদন পাওয়ার পর সব প্রক্রিয়া প্রায় শেষ হয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিতে পারেন বলে সূত্র জানিয়েছে। কয়েকজন শিক্ষকনেতা বলেন, প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে; অথচ বেতন স্কেল হচ্ছে কম। এটা একধরনের স্ববিরোধিতা। তাঁর মতে, প্রধান শিক্ষকদের মূল বেতন আট হাজার টাকা করা উচিত ছিল। কারণ, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তারা তাই-ই পান। সহকারী শিক্ষকদের বেতন কম বাড়ছে বলে তাঁদের মত।